দৈনিক জনকণ্ঠ

02 JUN 1994

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

26

দেশে শতাধিক ভুয়া মাদ্রাসা ॥ সরকারী প্রতিবেদন ॥ অধিকাংশের অনুমোদন '৮৪-৮৬ সালে

নিউজ এন্ড ফিচার সার্ভিস॥ দেশে শতাধিক ভুয়া মাদ্রাসা রয়েছে। সরকারের মাদ্রাসা সংস্কার সংক্রান্ত এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ ভুয়া মাদ্রাসা অনুমোদন দেয়া হয়েছে ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সালে। সাবেক সরকারের এক মন্ত্রী ঐ সব ভুয়া মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুয়া মাদ্রাসাগুলোর উপদেষ্টা হলেন তিনি। ঐ সব ভুয়া-মাদ্রাসাকে চিহ্নিত করে ঐ সবের অনুমোদন বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ঐ প্রতিবেদনে।

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য সরকার উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করছিল গত বছরের আগস্ট মাসে। এ কমিটির টার্মস অব রেফারেন্সে বলা হয়েছে, দেশের মাদ্রাসাগুলো কিভাবে চলছে, মাদ্রাসা উন্নয়নে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে এবং কিভাবে এগুলোকে উন্নত করা যায়। কমিটি দীর্ঘদিন কাজ করার পর সম্প্রতি প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে,

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

দেশে শতাধিক

(প্রথম পাতার পর)

দেশের মাদ্রাসাগুলো ঘৃণ্য এবং অপরাজনীতির নির্মম শিকার। একটি বিশেষ প্রভাবশালী চক্র মাদ্রাসার নামে রাজনীতি করছে। ঐ প্রভাবশালী চক্রের উত্থান ঘটে সাবেক সরকারের ধর্মমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। সূত্রমতে, প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার নামে ঐ চক্র কোটি টাকা আত্মসাত করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জিম্মি করেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে 'মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সবার আগে ভুয়া মাদ্রাসা চিহ্নিত করে এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশে এখন শতাধিক ভুয়া মাদ্রাসা রয়েছে। এইসব ভুয়া মাদ্রাসার নামে সরকারী অনুদান নেয়া হচ্ছে। অথচ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে বাস্তবে ঐ সব মাদ্রাসার অস্তিত্ব নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব মাদ্রাসার অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছেন সাবেক এক ধর্মমন্ত্রী এবং একটি পত্রিকার সম্পাদক। ঐ সব মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকও তিনি। মাদ্রাসা আছে কাগজে কলমে, প্যাড আছে, সীল আছে, বছরে বছরে অনুদান নেয়া হচ্ছে। কিন্তু কমিটি সরেজমিনে গিয়ে দেখেছে মাদ্রাসার অস্তিত্ব নেই। এমন কি যে সব শিক্ষকের নাম দেখানো হচ্ছে ঐসব শিক্ষকেরও অস্তিত্ব নেই। একটি প্রভাবশালী মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় এইসব ভুয়া মাদ্রাসা দীর্ঘদিন ধরেই সরকারের টাকা নিয়ে যাচ্ছে। ভুয়া মাদ্রাসার কারণে সরকারের বছরে ক্ষতি হচ্ছে প্রায় কোটি টাকা। প্রতিবেদনে ভুয়া মাদ্রাসাগুলোকে চিহ্নিত করে এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে মাদ্রাসা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সঠিক এবং সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।